দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...২...

কোচিং সেন্টারের টাকা নিয়ে উধাও

স্কুলে লেখাপড়ায় অব্যবস্থা ঃ ছাত্ররা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পড়ছে

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি প্রাইভেট টিউটরদের প্রতি অধিকমাত্রায় ঝুঁকে পড়ছে। অপরদিকে, বরিশালে কোচিং সেন্টার খোলার নামে প্রতারকরা ৪ লাখ টাকা হাতিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা রাজবাড়ি থেকে জানান, জেলা শহরের স্কুল-কলেজের প্রায় ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী এখন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশুনা করছে। পরীক্ষায় পাস, ভাল রেজাল্ট এবং ক্লাসে প্রেস করার জন্য প্রাইভেট টিউটরের ওপর এই নির্ভরশীলতা ক্রমেই বাড়ছে। আর এর ফলে অভিভাবকদের প্রতিমাসে গৃহশিক্ষকদের জন্য মোটা অংকের টাকা খরচ করতে হচ্ছে। একজন অভিভাবকের ২/৩ জন পড়ুয়া সন্তানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। শিক্ষকরা স্কুলে ঠিকমত পড়ান না বলে ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ছে।

মফস্বল শহরে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের গড়ে ৩ থেকে ৪শ' টাকা এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৫ থেকে ৭শ' টাকা পর্যন্ত প্রতিমাসে টিউশন ফি দিতে হয়। এছাড়া, কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের টিউশন ফি দিতে হয় এক একটি সাবজেক্ট প্রতি ৩ থেকে ৫শ' টাকা পর্যন্ত।

টিউটর নির্ভরশীলতার মূল কারণ রয়েছে শিক্ষাদানের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, শিক্ষাদানে শিক্ষকদের গাফিলতি, সিলেবাসে নতুন ও জটিল বিষয় সংযোজন, অনুন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ছাত্রছাত্রীদের অমনোযোগিতা প্রভৃতি।

স্কুল-কলেজের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, প্রতিযোগিতামূলক লেখাপড়ার যুগে তারা সন্তানদের ভাল ভবিষ্যতের জন্য প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত এবং ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের সংখ্যা না কমানো পর্যন্ত প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মফস্বল শহর রাজবাড়িতেও এখন গড়ে উঠছে কিন্ডারগার্টেন, টিউটরিয়াল হোম, কোচিং সেন্টার। আগে সপ্তাহে ৬ দিন প্রাইভেট পড়ানো হলেও এখন ৩/৪ দিনের বেশী পড়ানো হয় না।

অভিভাবকদের একটি মহলের অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের টিউটরের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য প্রধানত দায়ী স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা, অসংখ্য বই এবং প্রতিযোগিতা। এক্ষেত্রে টিউটর না রাখলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। স্কুলে শিক্ষকদের পাঠদানের পদ্ধতি দায়সারা গোছের। পাঠ্য বিষয়ে ভাল বইয়ের অভাব। এতে করে বাধ্য হয়েই তাদের টিউটরের শরণাপন্ন হতে হয়।

অভিভাবকদের আরও অভিমত হচ্ছে, আগে ছাত্রছাত্রীদের ভাল পড়াশুনার ব্যাপারে স্কুলগুলোর শিক্ষকদের তদারকি ছিল। এখন নেই। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্ডার-গার্টেনের মত উন্নত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামীণ স্বাভাবিক স্কুলগুলোতে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে গিয়ে দারুণভাবে হিমশিম খাচ্ছে। টিকে থাকতে তাদেরকেও প্রাইভেট টিউটর রাখতে হচ্ছে।

অভিজ্ঞমহল মনে করেন, গৃহশিক্ষকতার ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা কমাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একাধিক শিফট চালু করা, শিক্ষকদের ওপর শিক্ষা কর্মকর্তাদের আরও তদারকির ব্যবস্থা জোরদার করা, ভাল শিক্ষক নিয়োগ পাঠ্যপুস্তক কমানো ইত্যাদি প্রয়োজন।

বরিশাল

নিজস্ব সংবাদদাতা বরিশাল থেকে জানান, কোচিং সেন্টারের নামে ২ জন প্রতারক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা স্থানীয় কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।

তথাকথিত কোচিং সেন্টারটির নাম দেয়া হয়েছিল পাঞ্জেরী সাকসেস। জনৈক ফয়সাল তালুকদার এ সেন্টারের পরিচালক ও তার সহকারী ছিল জনৈক প্রিন্স নামের ১ ব্যক্তি। তারা উভয়েই ছিল চট্টগ্রামের অধিবাসী।

প্রায় ৪ মাস আগে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় বরিশাল শহরে আসে এবং আলেকান্দা এলাকার করিম কুটিরের আকন মঞ্জিল নামক দালানটি ভাড়া নেয়। আর সেখানেই 'পাঞ্জেরী সাকসেস' কোচিং সেন্টারের সাইনবোর্ড লাগায়।

এ সেন্টারে শিক্ষা প্রদানের জন্য শহরের কয়েকজন স্কুল-শিক্ষক ও ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনার্সের ছাত্রকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রীদের কোচিং সেন্টারে নিয়ে আসা ও পৌঁছে দেবার জন্য একটি মাইক্রোবাসও ভাড়া করা হয়।

প্রচার কৌশলে কোচিং সেন্টারে ক্লাস শুরুর পূর্বেই ২৭৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। তাদের এক একজনের মাথাপিছু অগ্রিম ৩ মাসের জন্য ১৫শ' টাকা হারে টিউশন ফি আদায় করা হয়। আর তার সঙ্গে পিকনিক ফি বাবদ আদায় করা হয় আরও মাথাপিছু ১শ' করে টাকা। এতে করে মোট আদায় হয় ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা। গত ১ জুলাই থেকে ক্লাস শুরু হয়। এরপরেই সেন্টারটি ১ সপ্তাহের ছুটি ঘোষণা করে।

তারপর রাতের অন্ধকারে সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে তথাকথিত সেন্টারের পরিচালক ফয়সাল তালুকদার ও তার সহকারী প্রিন্স গা-ঢাকা দেয়। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।